দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 16 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৩ ...

টিউশন ফি হঠাৎ দ্বিগুণ!

- শিক্ষকদের বেতন বাড়াতেই এই পদক্ষেপ দাবি বেসরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষের
- বেসরকারি স্কুলগুলো অতি মুনাফা করছে, অভিযোগ অভিভাবকদের
- ভর্তি ফি নির্ধারিত থাকলেও টিউশন ফি নিয়ে নীতিমালা নেই
- তদন্ত করছে শিক্ষা অধিদপ্তর

■ নিজামুল হক

নতুন পে-স্কেল পেয়েছে সরকারি চাকরিজীবীরা। কিন্তু যারা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক তাদেরও দাবি বেতন বাড়াতে হবে। দ্বিগুণ না হয়, কিছু তো বাড়াতে হবে। তারা এ দাবি জানিয়েছে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের কাছে। দাবি না মানলে কোনো কোনো স্কুলের শিক্ষকরা আন্দোলনে যাওয়ারও হুমকি দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেসরকারি অনেক স্কুল। আর এ কারণে স্কুলের আয়ের একমাত্র মাধ্যম টিউশন ফি বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন বেসরকারি স্কুলপ্রধানরা।

সরকারি নতুন পে-স্কেলের অজুহাত দেখিয়ে কোনো কোনো স্কুলে টিউশন ফি দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়েছে কর্তৃপক্ষ। অভিভাবকরা বলছেন, বেসরকারি স্কুলগুলো অতিমাত্রায় মুনাফা করছে। নীতিমালার তোয়াক্কা না করে কোচিংয়ের নামে মাসে লাখ লাখ টাকা আদায় করে সেগুলো ভাগ-বাটোয়ারা করে নিচ্ছে, কোনো হিসাবই দিচ্ছে না। আবার টিউশন ফিও বাড়াচ্ছে। এভাবে বছরের শুরুতে বেতন বৃদ্ধির কারণে বিপাকে পড়েছেন শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা।

টিউশন ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে এখন স্কুলে স্কুলে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পৃথক পৃথক মানববন্ধন কর্মসূচি, বিক্ষোভ সমাবেশ, সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এর প্রতিবাদে জানিয়েছে। অভিভাবক ফোরাম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি দিয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, বিষয়টি নিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) তদন্ত কাজ শুরু করেছে।

ভিকারুননিসা স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক বলেন, সরকার নতুন বেতন স্কেল দিয়েছে বলে সবার ওপর অতিরিক্ত টিউশন ফি চাপিয়ে দেয়াটা অন্যায়। নীতিমালা না মেনে ভর্তি ফি ও টিউশন ফি বাড়ানোর অভিযোগে ইতোমধ্যে শোকজ করা হয়েছে ঢাকার উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল ও কলেজকে।

ভিকারুননিসা নুন স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে এবার ১ হাজার ৫০০ টাকা টিউশন ফি বাবদ আদায় করা হয়েছে। গত বছর প্রথম শ্রেণিতে টিউশন ফি ছিল ৮শ টাকা। ৪র্থ শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক বলেন, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ৮০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ৫০০ টাকা করা হয়েছে। অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়া দুই ছাত্রীর মা বলেন, অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত টিউশন ফি আগের ৯০০ থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ৭০০ টাকা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে স্কুলের এক শিক্ষক জানিয়েছেন, স্কুলে শিক্ষক কর্মচারী মিলে এমপিওভুক্ত জনবল ৮৭ জন। পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৬

টিউশন ফি হঠাৎ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

টিউশন ফি বাড়ানো অন্যায়। আমরা অভিভাবকদের বিপাকে ফেলতে চাই না।

ভিকারুননিসা স্কুলে বেতন বাড়ানোর প্রতিবাদে অভিভাবকরা বেইলী রোডে জড়ো হয়ে সম্প্রতি মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছেন। রাজধানীর আইডিয়াল স্কুলে এবার ১শ টাকা টিউশন ফি বাড়ানো হলেও গত আগস্টে বাড়ানো হয়েছিল ২শ টাকা।

মিরপুরের শহীদ পুলিশ স্মৃতি স্কুলে টিউশন ফি বেড়েছে ৩০০ টাকা। তবে ভর্তির সময় নীতিমালা না মেনে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয়েছে। গত বছর বিভিন্ন শ্রেণিতে ভর্তির জন্য খরচ হয়েছিল ৮ হাজার টাকা। এ বছর খরচ হলো ১২ হাজার ৭৬৫ টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত টিউশন ফি গত বছর ছিল ২৫০ টাকা। এবার নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৫০ টাকা। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ফি ৩৫০ টাকার পরিবর্তে ৫০০ টাকা করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত নতুন ভর্তি ফি ২ হাজার ৭০০ টাকা থেকে ৮ হাজার টাকা করা হয়েছে। আর পুনঃভর্তি ফি আদায় করা হচ্ছে ৪ হাজার টাকা।

উদয়ন স্কুলের এক অভিভাবক জানান, প্রথম শ্রেণিতে টিউশন ফি ছিল ১ হাজার টাকা, সেটি করা হয়েছে ২ হাজার টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত টিউশন ফি ৮০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ২০০ টাকা করা হয়েছে। রাজধানীর মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুলে টিউশন ফি বাড়ানো হয়েছে।

উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. উম্মে সালেমা বেগম সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, আমাদের ১২ জন শিক্ষক মাত্র এমপিওভুক্ত। বাকি শিক্ষকদের বেতন প্রতিষ্ঠানকে দিতে হয়। আবার আমাদের প্রতিষ্ঠানে বিষয় বৃদ্ধি পেয়েছে চারটা, শিক্ষক বৃদ্ধি, কম্পিউটার প্রয়োজন ৬৫টা, কিন্তু আছে মাত্র ১৫টা, মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ প্রয়োজন ৫৬টা, আছে মাত্র চারটা। এসব কারণে শিক্ষার্থীদের খরচ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল ও কলেজের অভিভাবকরা জানিয়েছেন, বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন এক ধাপে ৬০০ থেকে বেড়ে ১১০০ টাকা এবং ইংরেজি মাধ্যমে ১৯০০ থেকে ২৭৫০ টাকা হয়েছে বলে জানান এই অভিভাবক।

টিউশন ফি বৃদ্ধির কথা স্বীকার করে কলেজের অধ্যক্ষ আবুল হোসাইন সাংবাদিকদের বলেছেন, শিক্ষকদের বাঁচিয়ে রাখতেই ব্যবস্থাপনা কমিটি বেতন বাড়াতে বাধ্য হয়েছে। অধ্যক্ষ বলেন, সরকার বর্তমানে যে পে-স্কেল ঘোষণা করেছে, তা বাস্তবায়নের জন্য ৬০ শতাংশ বেতন বাড়ানো দরকার হলেও স্কুল বাড়িয়েছে মাত্র ৫০ শতাংশ। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, শিক্ষকদের বেতন বাড়ানো না হলে তারা আন্দোলনে নামবেন। এ অবস্থায় আমরা কী করতে পারি।

প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক নেতা শামিমা সুলতানা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, সেশন চার্জের নামে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোট ২ কোটি ৭৯ লাখ টাকা আদায় করা হয়। এত বিপুল অঙ্কের টাকা কোন খাতে ব্যয় হয় অভিভাবকরা তা জানেন না। শিক্ষার্থীরা এ থেকে কোনো সুযোগ-সুবিধা পায় না।

অভিভাবক ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু বলেন, এভাবে টিউশন ফি বাড়ানো হলেও মন্ত্রণালয় কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। অতীতেও ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তিনি জানান, ভর্তি নীতিমালা থাকলেও টিউশন ফি কত হবে তা নীতিমালায় উল্লেখ নেই। এলাকা ভিত্তিতে টিউশন ফি নির্ধারণের দাবি জানান তিনি। টিউশন ফি বৃদ্ধির বিষয়ে শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন বলেন, আমরাও বিষয়টি শুনেছি। বিষয়টি নিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তদন্ত করছে। তদন্ত রিপোর্ট পেলেই সে আলোকে ব্যবস্থা নেয়া যাবে।